রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ জুন, ২০১৩/২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ জুন, ২০১৩ (২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ২২ নং আইন

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে, এবং যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রেও, ইহা প্রযোজ্য হইবে।"।

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) 'কনভেনশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসমর্থিত জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকলসমূহ, যাহা এই আইনের তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময় তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকল;";

(খ) দফা (১১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (১১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১১ক) 'বিদেশী নাগরিক' অর্থ Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXI of 1946) এর section 2 (a) তে সংজ্ঞায়িত 'foreigner';";

(গ) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত—

(অ) কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির তহবিল বা সম্পদ, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে, এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ভূত কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) নগদ অর্থ বা স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে এবং ব্যাংক ক্রেডিট, ট্রাভেলরস্ চেক, ব্যাংক চেক, মানি অর্ডার, শেয়ার, সিকিউরিটি, বন্ড, ড্রাফট বা ঋণপত্র এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে উহাতে সীমাবদ্ধ করিবে না;";

(ঘ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ ছয়টি নূতন দফা যথাক্রমে (১৪ক), (১৪খ), (১৪গ) ও (১৪ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) 'সন্ত্রাসী ব্যক্তি' অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) যিনি ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন;

(১৪খ) 'সন্ত্রাসী সত্তা' অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোন সত্তা বা এই আইনের ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে এইরূপ কোন সত্তা;

(১৪গ) 'সন্ত্রাসী সম্পত্তি' অর্থ এইরূপ কোন সম্পত্তি যাহা—

(অ) এই আইনের অধীন কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আইনের অধীন অনুরূপ সমশ্রেণীর অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে, বা হইবার অভিপ্রায় রহিয়াছে;

(আ) কোন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত;

(ই) কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত বা অর্জিত;

(ঈ) সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে এইরূপ ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তিসহ অনুরূপ ব্যক্তি ও সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল;

(১৪ঘ) 'সমবায় সমিতি' অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন অনুমোদিত ও নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;";

(ঙ) দফা (১৬) এর উপ-দফা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

" (২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,—

(ক) উহা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ হইতে উদ্ভূত;

(খ) উহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে অর্থায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত;";

(চ) দফা (২৪) এ উল্লিখিত ',সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)' শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনি বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) দফা (২৫) এ উল্লিখিত '২০০৯' সংখ্যাটির পরিবর্তে '২০১২' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা ৩০ এ উল্লিখিত "গোষ্ঠীর" শব্দটির পরিবর্তে "জনগোষ্ঠীর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটন করিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি তাহাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বহিসমর্পণ করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"।

৫। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬। **সন্ত্রাসী কার্য।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক—

(ক) বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(ই) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে;

(খ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(গ) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(ঘ) জ্ঞাতসারে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ব্যবহার করে বা অধিকারে রাখে;

(ঙ) এই আইনের তফসিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে;

(চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তির কারণে, কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর—

(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(উ) উপ-দফা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৬। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭। **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বা উহার এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মর্মে জ্ঞাত থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি প্রকৃতই কোন সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা বা কোন সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল কিনা, উহার উপর নির্ভর করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৪) যদি কোন সত্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) মূল অংশে উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে 'সত্তাকে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এ উল্লিখিত 'এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে' শব্দগুলি ও কমার পর 'তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪ (চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১১। অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১২। অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে—

(ক) সাহায্য বা সহায়তা করে; বা

(খ) সহায়তাকারী হিসাবে (as an accomplice) অংশগ্রহণ করে; বা

(গ) অন্যদেরকে সংগঠিত বা পরিচালনা করে; বা

(ঘ) অবদান রাখে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তাকে' শব্দটি, 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪ (চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদানের শাস্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) যেক্ষেত্রে কোন সত্তা কর্তৃক আশ্রয় প্রদানের অপরাধ সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন নামের পদধারীর প্রতি উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

১৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথা:—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা, উহা বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ করা এবং বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার রেকর্ড বা ড্যাটাবেজ সংরক্ষণ করা এবং, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত তথ্য সরবরাহ বা রিপোর্ট প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারি করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(গ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (weapons of mass destruction, WMD) বিস্তারে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দেশ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা এবং এই আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সরেজমিনে পরিদর্শন করা; এবং

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা পুলিশ বা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে, এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অপরাধটি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বি,এফ,আই,ইউ) কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইবে এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এই আইনের অধীন কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাকে তাহা সরবরাহ করিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা অন্য কোন রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃপক্ষকে (counter part) সরবরাহ করিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথা:—

(ক) উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।

(৮) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৯) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা (৮) অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ বা, পরিচালনা পরিষদ না থাকিলে, উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, অথবা যদি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাহার হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে বা অপরিশোধিত থাকিলে, উহা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনাম সংশোধন।—উক্ত আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনামে উল্লিখিত ''সন্ত্রাসী সংগঠন'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়ন'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সেই ব্যক্তি বা উহা—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সত্তাকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে;

(ঙ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ (UNSCR 1373) এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তালিকাভুক্তি বা নিষিদ্ধের মানদণ্ডের (listing criteria) আওতাভুক্ত হয়, যথা:—

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা কোন সন্ত্রাসী কার্য করে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে বা অংশগ্রহণ করে বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সহযোগিতা করে;

(২) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রানাধীন কোন সত্তা;

(৩) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশে কাজ করে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

(চ) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করে; অথবা

(ছ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত হয়।''।

১৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''১৮। নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে বা তফসিল হইতে বাদ দিতে পারিবে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।''।

১৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "সংগঠন" শব্দের পরিবর্তে উভয়স্থানে "ব্যক্তি বা সত্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**২০। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) যদি কোন ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোন সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) উক্ত সত্তার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) ব্যাংক এবং অন্যান্য হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ করিবে, এবং উহার সকল সম্পত্তি জব্দ বা আটক করিবে;

(গ) নিষিদ্ধ সত্তার সদস্যদের দেশ ত্যাগে বাধা নিষেধ আরোপ করিবে;

(ঘ) সকল প্রকার প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার অথবা মুদ্রিত, ইলেক্ট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঙ) নিষিদ্ধ সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সত্তা উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে এবং আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি প্রতীয়মান হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আদালত কর্তৃক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।"।

২১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনে ধারা ২০ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**২০ক। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১২৬৭ এবং উহার অনুবর্তী রেজুলেশনসমূহ ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার ও উহাতে অর্থ সংস্থান প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যাহতকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ সরকারের এই আইনের অন্যান্য ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনে উল্লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে:

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থা কর্তৃক অথবা, যদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নং রেজুলেশনের অধীন সংকলিত তালিকায় কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) বা সত্তার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে, ধারণকৃত সম্পত্তি, তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টাকারী বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে অংশগ্রহণ বা সুযোগ সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার অথবা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির এবং সহযোগী ব্যক্তি ও সত্তার তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বা উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ জ্ঞাত থাকিয়া, স্বেচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তহবিল গঠন বা সংগ্রহ করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঘ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল গঠন, আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস বা সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা সৃষ্টি করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঙ) কার্যকর সীমানা নিয়ন্ত্রণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশের ভিতর দিয়া অন্য দেশে গমনাগমন প্রতিরোধ করিবে;

(চ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ, বস্তু, হাতিয়ার (equipment), পণ্য এবং প্রযুক্তি সরবরাহ, বিক্রয় এবং হস্তান্তর প্রতিরোধ করিবে;

(ছ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন, ইজারাধীন বা তৎকর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত যে কোন বিমান (any aircraft) তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় উড্ডয়ন বা অবতরণের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(জ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার নিকটে বা নিকট হইতে প্রেরিত কার্গো পরিদর্শনের মাধ্যমে পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈব (Biological) অস্ত্রসমূহ, উহা সরবরাহের সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুর অবৈধ পাচার প্রতিরোধ করিবে;

(ঝ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি এবং সত্তার সহিত সম্পর্কিত উক্ত রেজুলেশনে উল্লিখিত যে কোন কার্য নিষিদ্ধ এবং প্রতিরোধ করিবে;

(ঞ) এই ধারার যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় অনুশাসন প্রদান করিবে;

(ট) দফা (ক) হইতে (ঝ) তে বর্ণিত ক্ষমতা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন বা আদেশ জারির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই ধারার অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৪ (চার) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা অবরুদ্ধ বা ক্রোকযোগ্য সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ অর্থের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩), (৪)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৪)(খ) এর বিধান অনুসারে দণ্ডিত হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) হইতে (জ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২), (৩)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৩)(খ) এর বিধান অনুসারে দণ্ডিত হইবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, অথবা এই ধারার অধীন অবিলম্বে অবরুদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা তবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সন্দেহযুক্ত তহবিলের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ, উহাদের মধ্যে যাহা অধিক হয়, জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৬) কোন জনসেবকের (public servant) বিরুদ্ধে, এই ধারার বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, কোনরূপ অবহেলা করিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহার নিজস্ব চাকুরি বিধিমালা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।"।

২২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত ফেসবুক, স্কাইপি, টুইটার বা যে কোন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তা অথবা তাহাদের অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থির বা ভিডিও চিত্র পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন মামলার তদন্তের স্বার্থে যদি আদালতে উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে, সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত উক্ত তথ্যাদি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।"।

২৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ ও ২৩ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৩ক। তদন্তকালীন সন্ত্রাসী সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের বিশেষ বিধান।—(১) যদি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী কোন কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তদন্তাধীন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ (procceeds of terrorism), তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত সম্পত্তি জব্দ করিবার পূর্বানুমতির জন্য লিখিত আবেদন করিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন যাচাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে, অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করা বাস্তবসম্মত নহে, সেইক্ষেত্রে ক্রোক আদেশের (order of attachment) মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত, অনুরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) যদি বৈধ উৎস হইতে অর্জিত সম্পত্তির সহিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মিশ্রণ (mingle) ঘটে, তাহা হইলে উক্ত মিশ্রিত (mingled) সম্পত্তিতে স্থিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তি, অথবা যেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা না যায়, সেইক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ বা ক্রোকযোগ্য হইবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করিবেন এবং সরকার অনুরূপ জব্দ বা ক্রোক আদেশ জারির ৬০ (ষাট) কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত জব্দ বা ক্রোক আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা বাতিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যাহার সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক হইয়াছে তাহাকে বক্তব্য উপস্থাপনের যথাযথ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ক্রোক বা জব্দের মেয়াদকাল আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকিবে।"।

২৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদের দখল (Possession of property obtained from terrorist activities)";

(খ) উপ-ধারা (১) ও (২) এবং ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ বা অন্য যে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এরূপ কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা কোন সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।"।

২৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ বাজেয়াপ্ত (Confiscation of assets obtained from terrorist activities and proceeds of terrorism)';

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট (deriving from terrorist activities) বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ হইতে উদ্ভূত (or it constitutes from proceeds of terrorism)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত কোন সম্পত্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ (proceeds of terrorism) বা কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট কোন সম্পত্তি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিতক্রমে মামলা রুজু করিবে এবং তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিবে।"।

২৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের তফসিলের প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল ১, ২ ও ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তফসিল-১

[ধারা ২ এর দফা (৩ক) দ্রষ্টব্য]

(ক) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হেগে সম্পাদিত অবৈধভাবে বিমান আটক প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful seizure of Aircraft, done at the Hague on 16th December, 1970;);

(খ) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23rd September, 1971);

(গ) ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কূটনৈতিক প্রতিনিধিসহ আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the prevention and punishment of Crimes against internationally protected person, including diplomatic agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14th December, 1973);

(ঘ) ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জিম্মি গ্রহণের বিরুদ্ধে কনভেনশন (International convention against the taking of hostages adopted by the General Assembly of the United Nations on 17th December, 1979);

(ঙ) ৩রা মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ভিয়েনায় গৃহীত পারমাণবিক বস্তুর ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the physical protection of nuclear material, adopted at Vienna on 3rd March, 1980);

(চ) ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হিংস্র অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশনের সম্পূরক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্মরত কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts of violence at Airports serving International Civil Aviation, supplementary to the convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24th February, 1988);

(ছ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত সামুদ্রিক নৌচালনার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of maritime navigation, done at Rome on 10th March, 1988);

(জ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত মহিসোপানে অবস্থিত স্থায়ী প্লাটফরমের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, done at Rome on 10th March, 1988);

(ঝ) ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী বোমা হামলা দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (Interntional convention for the suppression of terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15th December, 1997)।

তফসিল-২

(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সত্তার নাম	সত্তার ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য
০১	শাহাদাত-ই-আল হিক্‌মা পার্টি বাংলাদেশ	জনৈক মিজানুর রহমানের বাড়ী, হড়গ্রাম নতুন পাড়া বাইপাস সড়ক, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী মহানগর	০৯/০২/২০০৩ খ্রিঃ	
০২	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৩	জামা'তুল মুজাহেদীন	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৪	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	১৭/১০/২০০৫ খ্রিঃ	
০৫	হিজবুত তাহ্‌রীর বাংলাদেশ	এইচ, এম সিদ্দিক ম্যানসন, ৫৫/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা এবং ২০১/সি পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা), ২৭ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা	২২/১০/২০০৯ খ্রিঃ	

তফসিল-৩

(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা	তালিকাভুক্তকরণের তারিখ	মন্তব্য

"।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd